Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XII Issue : XI, 15th, February, 2023 মাঘ, ১৪২৯, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারি মাসটা পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের বাঙালির কাছে এক পবিত্র মাস। অনেকগুলো বছর কেটে যাওয়ার পরও একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস কিন্তু থেকে গিয়েছে একই রকম প্রাসঙ্গিক। যদিও একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত তবু কেবল একটি ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার কথা আমরা ভুলিনি কেউ। ইতিহাসেও এই ঘটনা বিরল, একক।

এই সংগ্রামের ইতিহাসটাকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পূর্ব এবং উত্তর কালের ইতিহাস। পূর্বের ইতিহাস ছিল বাংলা ভাষাকে, মাতৃভাষাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম আর উত্তরকালের ইতিহাস অর্থাৎ বর্তমানের ইতিবৃত্ত হল মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের তুলনায় আমরা যে অনেক পিছিয়ে আছি একথা অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গে আজ বাংলা সহ সমস্ত মাতৃভাষার অস্তিত্ব সংকটের মুখে। বাম আমলে চেষ্টা করা হয় মাতৃভাষায় শিক্ষানীতির প্রচলনের। সেই শিক্ষানীতি ঠিক না ভুল সে বিষয়ে তর্ক গড়িয়েছে বহুদূর, তবে মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকারের চেষ্টায় তদের কোনও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ার মুখে। স্বভাবতই মাতৃভাষা তথা গরিবের মুখের ভাষার অবস্থা আরও শোচনীয়। উপরন্তু ঔপনিবেশিক দাসত্ব গিয়েও যেতে চায় না। যে ইংরেজি আগে ছিল সাহেবের ভাষা সে এখন হয়ে উঠেছে ক্ষমতাবানদের ভাষা। ইংরেজি না জানলে এলিট সমাজে পাত্তা পাওয়া যাবে না। তাইতো সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েটি মেধার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা পেলেও ইংরেজি না জানার অপরাধে হীনমন্যতায় ভোগে, তার অধীত বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে একমাত্র মাতৃভাষাতেই ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির আলিঙ্গন সম্ভব।

তাই একুশে ফেব্রুয়ারি মানে শুধুই শহীদ স্মরণ নয়, ইতহাসের বর্ণনা নয়— ভবিষ্যতের জন্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের বাংলা ভাষাকে তথা প্রতিটি মাতৃভাষাকে। এটাই হোক আমাদের ফেব্রুয়ারি মাসের শপথ।

Vol : XII Issue : XI, 15th February, 2023, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

ঈশ্বরের কাছে মানুষের চাহিদা

তপন কুমার দাস

আমার কেবল জানতে ইচ্ছা করে ঈশ্বর, এমন ঢালাও উপাসনায় তোমার এত আত্মতৃপ্তি কেন? তোমার দিকে চেয়ে দুটে ভক্তির কথা শুনবে বলে নিস্পাপ শিশুকে জন্ম থেকে পাপবিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে হল? সারা জীবন ভীতির কথা শুনিয়ে দিনে পাঁচবার করে ওঠ বোস করিয়ে গুনগান শুনতে তোমার এত ভালো লাগে? কী আছে ফুল-ফল-বেলপাতার মণ্ড পাকানো প্রসাদের স্বাদে যার জন্য এত পূজার আশায় তোমার রসনা উদগ্র হয়ে ওঠে?

গির্জার ঘণ্টা, মসজিদের নমাজ আর মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার শব্দদূষণে আমি যখন অস্বস্তিতে কাতর হই, তুমি তখন ওই শব্দের ভিতর কোন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শুনতে পাও? আমার পায়ে হাত দিয়ে কেউ প্রণামের জন্য এগিয়ে এলে দুহাত দিয়ে তার মাথা উঁচু করে তুলে ধরে আমি বলি, নতজানু নয় মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও, দৃষ্টিকে প্রসারিত কর, চারপায়ে প্রাণী মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না বলে উন্মুক্ত জগৎ তার কাছে প্রকাশিত হয় না। আর তুমি এত বড় হয়ে ক্রমাগত মানুষকে কেন মাথা নিচু করতে, আত্মসমর্পণ করতে, অজস্র স্তুতি করতে আদেশ করছ?

মাতার হাতে পুত্রকে বলিদান করতে, নিরীহ পশুকে উৎসর্গ করতে, যন্ত্রণা দিয়ে জীবকে কুরবানি করতে, স্বপ্নে ভয় দেখিয়ে পূজা আদায় করতে সর্বশক্তিমান হয়েও তোমার এমন বীভৎস তৃপ্তি কেন?

সমস্ত মানুষকে ভালোবাসায় আমার যখন তৃপ্তি তখন মঙ্গলময় ঈশ্বর হয়ে তুমি কেমন করে এক এক ধর্মের নাম করে যুগে যুগে এক এক নবি অবতার পাঠিয়ে মানুষের সাথে মানষের বিভেদ সৃষ্টি করে পরস্পরকে আক্রমণে প্ররোচিত করতে পারছ?

আমি যখন নারীকে জীবনের পূর্ণতায় দুর্লভ স্বামীত্বে কাছে টেনে নিতে চাই সমদৃষ্টির উদ্‌গাতা হয়ে তখন তুমি অদ্ভুত এক অসূয়ার প্রকাশে নারীকে কী করে ঘৃণ্য রিক্ত বদ্ধ করে রাখার অনুশাসন প্রদান করছ?

তোমার নির্লিপ্ত আচরণ দেখে ঈশ্বর, আমি কিন্তু বিস্মিত হই, কুণ্ঠিত হই এবং পরিশেষে লজ্জিত হই। তুমি কিন্তু বিব্রত হও না?

এই কঠিন ঠাণ্ডাতেও তোমার যাত্রা গঙ্গাসাগর মেলা। আমি তো চাই সেই মেলা যেখানে ঈশ্বর থাকবে না, নবী থাকবে না, খ্রিস্ট বা অন্য কোনো দেবতা থাকবে না, থাকবে শুধুই মানুষের মহামিলনের চিন্তা আর চেতনার মেলা— তোমরা অপেক্ষা কর— আসছে সেই মহামিলনের মেলা।

কানাডা ভ্রমণ

করবী লাহিড়ী

ছিলাম নিজের ফ্ল্যাটে, সেখানে একাই ছিলাম। সব স্মৃতিকে পেছনে ফেলে চলছিল জীবন। লেখা, কাগজ পড়া এই সব নিয়েই চলছিল জীবনের রেলগাড়ি। হঠাৎ মনে হল বেরিয়ে পড়ি। কানাডা যাব মেয়ের কাছে এটাই ঠিক হল। মেয়ের ও জামাই এর ইচ্ছা আমাকে নিয়ে যাওয়া, সময় ঠিক করে মেয়ে জানালো। সব পেছনে ফেলে জুলাই মাসে রওনা হলাম কানাডা।

কানাডায় লোকসংখ্যা কম, ভারতের চেয়ে অনেক কম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা, রাস্তার দুপাশে সাজানো গাছ। দেখে মনে হয় যেন গাছগুলো একে অপরের বন্ধু। পাতাগুলো লাল, হলুদ, সবুজ— মনে হয় রোজই পাতার রঙের পরিবর্তন হচ্ছে। দিগন্ত জুড়ে রয়েছে মাঠ, তার শেষ দেখা যাচ্ছে না। দূর দূরান্ত থেকে নদীর ফলসের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে মানুষ যাচ্ছে ফলসের কাছে। আমারা যেখানে পৌঁছালাম তার নাম নায়গ্রা ফলস। রাতে নদীর ফলসের আওয়াজ মানুষকে মোহিত করে দিচ্ছে। সন্ধ্যে ৭টায় বেরিয়ে রাত প্রায় ১২টায় ফিরলাম। নদীর চারধারে আলো, তার বিভিন্ন জলের রং আর জলের ঢেউ-এর শব্দে চারধারে সকলকেই মোহিত করে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসে ভীড় করেছে। নায়গ্রা ফলস তিনটে ফলসে তৈরি— আমেরিকান ফলস, ব্রাইডাল ফলস ও হরষোমু ফলস।

সর্বোপরি কানাডায় গিয়ে যত অমূল্য দৃশ্য দেখলাম সবই মনের মনিকোঠায় থাকবে। এ জিনিস ভোলার নয়। কানাডায় কি নাই, এখানে কুমড়ো বাগান, আপেল বাগান। শুধু তাই নয় গাছে গাছে আপেল ভর্তি, আর বড় বড় কুমড়ো দেখার মতো। গাছের তলায় তলায় আপেল পড়ে রয়েছে। কানাডায় সমস্ত বাড়ির দরজার দুপাশে বাগানের তোলা কুমড়ো দিয়ে সাজানো। এটাও অপূর্ব অনুভূতি আমার। এছাড়াও কানাডায় আরও মনোরম দৃশ্য দেখার মতো যেমন— Paris, Ontario, Toronto Kalibari, Toronto দুর্গাবাড়ি, Waterloo, দুর্গোৎসব, Halloween, ভারত সেবাশ্রম প্রভৃতি।

কানাডা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন শহর। লাইন করে সকলের বাড়ি যেন পটে আঁকা ছবি। এই শবর সর্বদাই বরফে ঢাকা। এই দৃশ্য যেন মানুষের কল্পনার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে।

১ এপ্রিল থেকে ২০২২ - ২০২৩ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

Vol : XII Issue : XI, 15th February, 2023, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

পরম পবিত্র তীর্থ হিমাচলের মণিকরণে কিছুক্ষণ

(১ম পর্ব)

সমীর কুমার ঘোষ

২০০৬ সালের জুলাই মাসে আমরা পাঁচ কলকাতাবাসী ইয়ুথ হোস্টেল পরিচালিত ন্যাশানাল প্রোগ্রামে অংশ নিতে এসেছিলাম কুলু সন্নিকটে প্রাণোচ্ছলা বিপাশা তীরে বাবেলীতে। গিয়েছিলাম সুর কুণ্ডি পাস (১২,৮০০ ফুট) অভিযানে। পাস অতিক্রম করে ১০,৩০০ ফুট উচ্চতয় অবস্থিত লংগা ম্যাচ্ থেকে নক্ষত্র খচিত চাঁদনী রাতের মায়াবী আলোয় উদ্ভাসিত পাহাড়ের রাণী মানালীকে দেখেছিলাম। দেখেছিলাম আলোক মালায় ঝলমলে প্রাণবন্ত হিমাচলের এক নগরীকে। দিনের আলোয় গাইড সাহেব দেখিয়েছিলেন রোটাং পাস ও চন্দ্রখনি পাসের অবস্থান। তখন থেকেই মানালী রাণীর হাতছানির এক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। ভেবেছিলাম যদি সুযোগ পাই রোটাং পাসটাও দেখে আসব। সেই অপূর্ব সুন্দর রোমহর্ষক অভিযানের সমাপ্তি ঘটে বাবেলী বেস ক্যাম্পে ফিরে এসে। হাতে কয়েকটা দিন সময় ছিল, আমি আর অশোক (অফিস সহকর্মী) চলে আসি মানালী দর্শন অভিলাষে। মানালী শহরের হাতে গোনা কয়েকটি দর্শনীয় স্থান অটো চেপে ঘুরে বেড়িয়ে, দেখলাম এখনও দুটো দিন সময় রয়েছে। ঠিক করলাম চলে যাব পার্বত্য উপত্যকায় খরস্রোতা পার্বতী নদী কিনারে হিন্দু তীর্থ মণিকরণে।

পরদিন সকাল সাতটায় কুয়াশা ঢাকা মানালী বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে কুলুর বাসে চেপে মাত্র ৩০ কিমি দূরের কুলুতে পৌঁছে আর এক ছোট বাসে ভুন্টার-জারী-কাসোল হয়ে ৪০ কিমি দূরে মণিকরণে চললাম। বাঁ দিকে কল্লোলিনী বিপাশা, ডান দিকে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কালো পিচের রাস্তা অজগরের মতো পাহাড়টাকে আষ্টেপিষ্টে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এগোচ্ছে। কিছুটা পথ পেরোতে পেলাম বিপাশা ও পার্বতীর সঙ্গম। এখন স্রোতস্বিনী পার্বতীর তীর দিয়ে পথ। এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে মণিকরণের পানে। পথে পড়ল বেশ কয়েকটি ছোট ছোট জনপদ। গাড়ি থামে, যাত্রী উঠানামা চলে। গাড়ি ছাড়ার সময় জয়ধ্বনি ওঠে পার্বতী মাতার নামে। এভাবে দেখতে দেখতে প্রায় ৩২ কিমি পথ পেরিয়ে এসেছি। এসে পড়ল জারী। গাড়ি ক্ষণিক থামল। বাস ছাড়লে দেখি বেশ কয়েকটা দোকান রয়েছে। রয়েছে ঘর-বাড়ি, ক্ষেত-খামার পাহাড়ের গায়ে, ধাপে ধাপে উঠে গেছে। সব যেন সাজানো, ছবির মতো। পথের ধারে আপেল, নাসপাতির বাগান। ফলের ভারে গাছের ডাল যেন নুয়ে পড়তে চায়। আপেলে রঙ ধরেছে, তবে বড্ড ছোট, পাড়ার সময় হয়নি। শুনেছি ভারতবর্ষের প্রায় অর্দ্ধেক আপেলের ফলন কেবল মাত্র কুলু জেলাতেই হয়ে থাকে। অতি উৎকৃষ্ট মানের আপেল জন্মায় কুলুর প্রাকৃতিক পরিবেশে। দেখে মনে হল জারী একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রোদ ঝলমল দিনের আলোয় জারী উপত্যকার শেষে নীল আকাশের নীচে ভেসে উঠেছে তুষারাবৃত পর্বতমালা। দেখে মনে হচ্ছে যেন আকাশের গায়ে হিমালয় সাদা আলপনার নক্সা এঁকেছে। সারাটা পথের নৈসর্গিক দৃশ্য চোখের পলক ফেলতে দেয় না।

বাসে পাশে বসা স্থানীয় এক দোকানীর সঙ্গে আলাপ হতে জানলাম জারী থেকে বৈচিত্র্যময় মালানা যাবার একটি পথ রয়েছে। দূরত্ব মাত্র ১২ কিমি। তবে সে পথ ভীষণ দুর্গম। এছাড়া নগ্গর-চান্দের খনি পাস বা মণিকরণ থেকে রসোই পাস হয়ে মালানা যাওয়া যায়। মালানা সম্পর্কে আমার হিমালয়ের পথপ্রদর্শক, সহযাত্রী ও লেখক বন্ধু দীপকদার (সরকার) কাছে শুনেছিলাম হিমালয়ের নিভৃত অঞ্চলের এক মানবগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবন কথা। মালানা গ্রামের নামটা শুনতেই সেই বিচিত্র জীবন ধারার কথা মনে পড়ে যায়। শুনেছিলাম এঁদের চরিত্র বড়ই অদ্ভুত। এঁরা চাঁদের গড়া একান্ত নিজস্ব নিয়ম-নীতি-প্রথা মেনে চলেন। বহিঃজগতের কোনো প্রভাব আজও এঁদের সমাজ জীবনে প্রবেশ করতে পারেনি। এঁদের ধারণা মালানা হল জমলুর রাজ্য। আর জমলু হলেন এঁদের আরাধ্য দেবতা, তিনিই সর্বময় কর্তা। তাঁর নামেই দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এখানকার কৃষকরা কৃষিতে যা উৎপাদন করেন তার সবটাই জমা পড়ে জমলু মহারাজের গদিতে। কারণ গোটা অঞ্চলটাই যে জমলুর। গ্রামের অধিবাসীরা প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি পেয়ে থাকেন জমলুর গদি থেকে। জমলুর রাজত্বে প্রজাদের জুতো পরাও নিষেধ; নিষেধ ইচ্ছামতো চলাফেরাতেও। যেমন— বাঁধানো বা নির্দিষ্ট পথ ছাড়া গ্রামের মধ্যে যত্রতত্র হাঁটাচলা চলবে না। তেমনই বহিরাগত মানুষদের সংসর্গ সর্বদা পরিত্যজ্য এমনকি তাদের ছোঁয়াও চলবে না। বহিরাগতরা এঁদের কোনো স্থান স্পর্শ করলে জরিমানা ধার্য হয় হাজার টাকা। মালানা কুলু উপত্যকায় অবস্থিত হলেও কুলুর সঙ্গে তার সমাজ-ধর্ম, রীতি-নীতি এমনকি ভাষারও কোনো মিল নেই। এঁদের ভাষা কানাশা যা সংস্কৃত, কিন্নরী ও তিব্বতির সংমিশ্রণ। দেবতাত্মা হিমালয়ের হিমাচল প্রদেশের এক নিভৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবন যা একবিংশ শতাব্দীতে এসেও পাল্টায়নি, তাই দেখা যায় বিশ্বের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক সমাজজীবন এঁরা মেনে চলেছেন। আজও এঁদের গ্রামের ১৯ জন প্রতিনিধি দলের গণ আদালত গণতান্ত্রিক প্রথায় সমাজজীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে থাকে। আবার আদালতের রায় যদি বাদী বা বিবাদী পক্ষের মনঃপূত না হয় তাহলে উচ্চতর আদালত অর্থাৎ এই ধরিত্রীর মালিক জমলুর কাছে সোজা চলে যায় বিচার চাইতে। বিশ্বাস জমলুই সঠিক বিচার করে মিটমাট করে দেবেন। কারও মতে জমলু নাকি মুসলমান দেবতা। তাই উৎসবের সময় হিন্দু প্রথায় পাঁঠা বা ভেড়া বলি না দিয়ে এঁরা জবাই করে থাকেন। ভারত সম্রাট মহামতি আকবর মালানার কথা জানতেন এবং জমলুকে ভক্তিও করতেন। তিনি একটি রুপোর হাতির পিঠে সোনার মূর্তি ভেট স্বরূপ পাঠান জমলুকে। এঁদের সমাজে চুরি, জোচ্চুরী বা রাহাজানি নেই, নেই তালার ব্যবহার; তাই খোলা মন্দিরেই বেতার নামে উৎসর্গীকৃত ধন-রাশি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকে দিনের পর দিন। কেউ কেউ মনে করেন গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের দলছুট কিছু সেনার দল হিমালয়ে ইতস্তত: ঘুরতে ঘুরতে বরফে ঢাকা উত্তুঙ্গ পর্বত শৃঙ্গের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রেমে পড়ে কিছু লোক স্ফিতি ভ্যালির কাছে মালানায়, কিছু লোক লাদাখ অঞ্চলে স্থায়ী বসতে গড়ে তোলেন। তারপর, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের মানুষের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে মালানা সমাজ। আর লাদাখ অঞ্চলে যাঁরা স্থায়ী হয়েছিলেন তাদের কাছে খাঁটি আর্য রক্ত বাহিত সন্তান লাভের মানসে আজও কোনো কোনো বিদেশিনী এসে থাকেন। [ক্রমশ]

২০ জানুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার অনুষ্ঠিত পিকনিক

প্রতিবেদক : স্নেহাংশু চাকদার

২০ জানুয়ারি ২০২৩ শুক্রবার সংস্থার পক্ষ থেকে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। বারুইপুর-এর সন্নিকটে বৈষ্ণবপাড়া অঞ্চলে এক বাগানবাড়িতে পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। প্রচুর গাছপালা, ফুলের বাগান মনোরম পরিবেশে।

সংস্থার সদস্য, শুভানুধ্যায়ী, বাসের স্টাফসহ মোট ৭০ জন সদস্য পিকনিকে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ২/৩ ভাগ মহিলা, ৭৫ উর্দ্ধ ২০-২৫ জন এবং ছোট বাচ্চাও অংশগ্রহণ করেছেন। অনেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পিকনিকে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

সকাল ৯টায় বেথুন ইন্সটিটিউটের সম্মুখ থেকে ২টি বাস ছাড়া হয় এবং সকাল ১০.৩০ মিনিটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়। বাসের ভিতরই টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, হাস্য-কৌতুক এবং বিভিন্ন ধরনের খেলার ব্যবস্থা করেন। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলেন নারায়ণ দাস, তপন মুখার্জী প্রমুখ সদস্যবৃন্দ। অংশগ্রহণকারীগণ সদস্যদের নিকট থেকে মোট ৩২০০০/- টাকা সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিবারের মত এবারও ৫০০০/- টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

নারায়ণ দাস বাস-এর ব্যবস্থা না করলে এই টাকার মধ্যে পিকনিকের আয়োজন করা সম্ভব হত না। যাতায়াতের ব্যবস্থাসহ পিকনিকের দায়িত্ব পালন করেন স্নেহাংশু চাকদার, নারায়ণ দাস, নারায়ণ ঘোষ, ঋষিকেশ দাস, তপন মুখার্জী, উমা সাহা।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি খুব উপভোগ্য হয়। সুষ্ঠ আয়োজনের জন্য উপস্থিত সবাই সংস্থার প্রশংসা করেন।

বাচালনামা

গাজী মহম্মদ আবুবকর

বেথুন ইন্সটিটিউট-এর বলিষ্ঠ নাগরিকদের নিয়ে বনভোজন

বেথুন ইনস্টিটিউট অর্থাৎ Bethune Institute of Geriatrics Research and Rehabilitation Centre (BIGRRC) দক্ষিণ কলকাতার সাউথ সিটি মলের বিপরীতে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ধারে একটি দোতলা বিল্ডিং সংস্থার কার্যালয়, সভাঘর, লাইব্রেরি ইত্যাদি। বহুকালের প্রতিষ্ঠান বেথুন ইনস্টিটিউটে আছে

স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা। সারা বছর ধরে আলোচনা সভা, অনুষ্ঠান, মাসিক পত্রিকা প্রকাশন, স্মরণসভা— এসব লেগেই থাকে। কানাডার বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী দুর্গত মানুষদের সেবায় উৎসর্গকৃত একজন ব্যতিক্রমী মানুষ ডক্টর হেনরী নরমান বেথুনের নামে নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানটির অনুরূপ আর কটা আছে এই শহরে আমার জানা নেই। প্রতিবছর এরাই করে বাৎসরিক পিকনিক। এবারের ডেস্টিনেশন ছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বারুইপুর।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। নবাব সিরাউউদ্দৌলার জমানা শেষ। ইংরেজ কোম্পানির সমর্থন নিয়ে নড়বড়ে মসনদে বসলেন মীরজাফর। তিনি কলকাতা সংলগ্ন চব্বিশটি মহল জলের দরে বেচে দিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। এটাই চব্বিশ পরগনা জেলার নামকরণের উৎস। কোনো জেলার এমন বিচিত্র নাম ভূভারতে আর একটাও পাওয়া যায় না। এই জেলা গত শতাব্দীর আশির দশকে ভাগে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। এবারে হচ্ছে সুন্দরবন জেলা, একই এলাকা থেকে আবাদ-জঙ্গলময় অংশ নিয়ে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা দিয়ে একসময় আদি গঙ্গা বয়ে যেতো। আদি গঙ্গা মানে আদ্যিকালের গঙ্গা। এই জলপথে নাকি বাণিজ্যে গিয়েছিলেন চাঁদ সওদাগর। নিমাই সন্ন্যাসী গিয়েছিলেন নীলাচলে। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা দেখি একটি পলিতে মজে যাওয়া শীর্ণকায় খালের মতো গঙ্গাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে গঙ্গার অনেকটা অংশের পলি তুলে ফেলে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে এনেছিলেন Major Tolly. তাঁর নামে টালির নালা, টালিগঞ্জ। এখন টালির ওপর দিয়ে চলে দ্রুতগামী মেট্রো রেল। জমিদারি আমলে বারুইপুর ছিল রায়চৌধুরী পরিবারের দশ-আনি জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। দশ আনা মানে পুরোনো আমলের একটাকার দশ আনা অংশ। বাকি ছয় আনা অংশ নিয়ে জমিদারী করত রাজপুরের জমিদাররা। বারুইপুরের জমিদার পরিবারের এক উত্তরসূরি ছিলেন প্রখ্যাত সজল রায়চৌধুরী। তাঁর সহধর্মিণী রেবা রায়চৌধুরী অভিনেত্রী ছিলেন। সজল রায়চৌধুরী পেশায় ছিলেন শিক্ষক, রাজপুরের বাংলা স্কুলে। চাকরির সূত্রে আমার সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ ছিল। সত্তরের দশকের শেষদিকে আমার মাঝে মাঝে বারুইপুর যেতে হতো। তখন যে-বারুইপুরকে চিনেছিলাম, এবারে গিয়ে দেখলাম সবকিছুর পরিবর্তনের মতো বারুইপুরের পরিবর্তনের সীমাপরিসীমা নেই। স্টেশনের আসেপাশের রাস্তাগুলোর পুরোপুরি দখল নিয়েছে অটোরিকশা আর টোটো গাড়ি। পথচারীকে যেকোনো মুহূর্তে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে যাবার দুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে হাঁটতে হয়। যাই হোক অনেক পথ ঘুরে পিকনিকের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেলাম— বৈষ্ণবপাড়ার পারিজাত নার্সারির পিকনিক স্পট।

অধিকাংশ পিকনিকাররা আমাদের আগেই পৌঁছে গেছেন, দুটি বাসে করে এসেছেন রাস্তায় কোনো ঝক্কিঝামেলা তাদের পোহাতে হয়নি। প্রবীণ পিকনিকারদের বয়স ষাট ছাপিয়ে গেছে, কয়েকজন নব্বই ছুঁই ছুঁই। তাদের পরিবারের তরুণতর আত্মীয়জন অনেকেই হাজির। কনিষ্ঠজনের বয়স নয়। সে আবার ক্যারাটে খেলে,

ব্ল্যাক বেল্ট হোল্ডার। নাম - আকাশ। পিকনিক স্পট দেখে মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠলো। বড়োসড়ো মাঠে অনেক রঙিন ছাতা মেলে একটা মেলা ভাব রচনা করা হয়েছে। মাঠের চারপাশে গাছগাছালি, পুকুর, ফুলের কেয়ারি করা বাগান। চলছে প্রবীণদের খোশগল্প, খাসগল্প। পিকনিকে এসে আনন্দে খুশিতে মশগুল। বেথুনের সভাপতি পেলব মুখার্জি নড়বড়ে শরীর নিয়েও এসেছেন। দারুণ মজা করতে পারেন এক নাটুকে ভদ্রলোক। তিনি বলেন আমার বয়স সাঁইত্রিশ, আসলে তিয়াত্তর।

টিফিনে পাতে পড়লো বানরুটি, রসগোল্লা, জয়নগরের মোয়া। আর লাল চা, চিনিহীন, চিনিদার। বনভোজনে সাদা ভাত, ডাল, আলুভাজি, ফ্রাই তোপসে, আলু-বাঁধাকপি, চিকেন/মাছ। পাপর, চাটনি, রসগোল্লা। আবার কি চাই? বিকেলের সেশনে খেলাধুলা, মিউজিক্যাল চেয়ার, দৌড়, হাঁটা আর বালতিতে দূর থেকে বল ছুড়ে ফেলা। হাতে হাতে নগদ পুরস্কার। দেখা গেলো প্রবীণাদের উৎসাহ মাত্রাতিরিক্ত। যারা হাঁটু কোমরের ব্যাথায় ঘায়েল হয়ে আছেন। তাঁরা দূর থেকে এসব কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন আর হাততালির দায়িত্ব স্বেচ্ছায় হাতে তুলে নিলেন। এরপর গান আবৃত্তি আর কবিতা পাঠের আসর বসলো। বেশ জমে গেলো চটজলদি আসর। এর মাঝে ফটো সেশন, কতো ধরনের সেলফিতে ফটো তোলা যায় তার পাল্লাপাল্লি। একসময় দিনের আলো নিবে এলো। আমরা পারিজাত নার্সারির পারিজাতের সুগন্ধ গায়ে মেখে ফিরতি পথে রওনা দিলাম।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা

২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধে ৬টা

৩) ডঃ বি. বাউর - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) বুধবার দুপুর ৩টা

৪) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর - এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার সন্ধে ৭টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা

৬) শ্রীমতী ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা

৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা

যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in